দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 JUL 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

045

ঢাকাঃ বোরবার, ২ শ্রাবণ, ১৩৯৪

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

আরবী লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মুঃ রবিউল ইসলাম

লাপ সভ্যতা বিকাশের একটা মাধ্যম। কথা, চিন্তা, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান যাতে স্থান কালের গণ্ডী পার হয়ে স্থায়ীত্ব লাভ করে সে জন্য যুগ যুগ ধরে মানুষ কখনও পাহাড়ের গায়ে, কখনও পাথরের পৃষ্ঠে, কখনও গাছের বাকলে আবার কখনও কাগজের পাতায় বিভিন্ন চিহ্ন বা লিপির সাহায্যে মনের কথাকে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছে।

এখন আরবী লিপির প্রচলন কখন কোথায় কিভাবে হয়েছিলো এ বিষয়ে মতভেদের অন্ত নেই। ঐতিহাসিকদের অনেকের মতে আরবী লিপি উদ্ভাবনে শহুরে ফিনিকীদের স্থান শীর্ষে। আরবগণ যেহেতু বেদুঈন ছিলেন, তারা এ লেখন পদ্ধতি বা লিপি জ্ঞান সম্পর্কে মোটেই ওয়াকেবহাল ছিলেন না। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ইয়ামেনে অট্টালিকার শহর গড়ে ওঠে তখন তারা ফিনিকীদের থেকে প্রাপ্ত লেখন পদ্ধতি সংস্কার করেন 'মুস্নদ' নামে এক নতুন ধরনের লেখন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ফিনিকীদের লেখন পদ্ধতির প্রসারের ফলে আরামীগণ এ পদ্ধতি আয়ত্রে করেন। আরামীদের হাতে এ পদ্ধতি কিছুটা সংস্কৃত হয়ে নতুন নাম লাভ করে আলমুস্নদুল আরামী। পরবর্তী পর্যায়ে এই পদ্ধতি থেকে দু'টো নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। (১) হুরানে আল-খত্তুন্নবাতী (২) ইরাকে

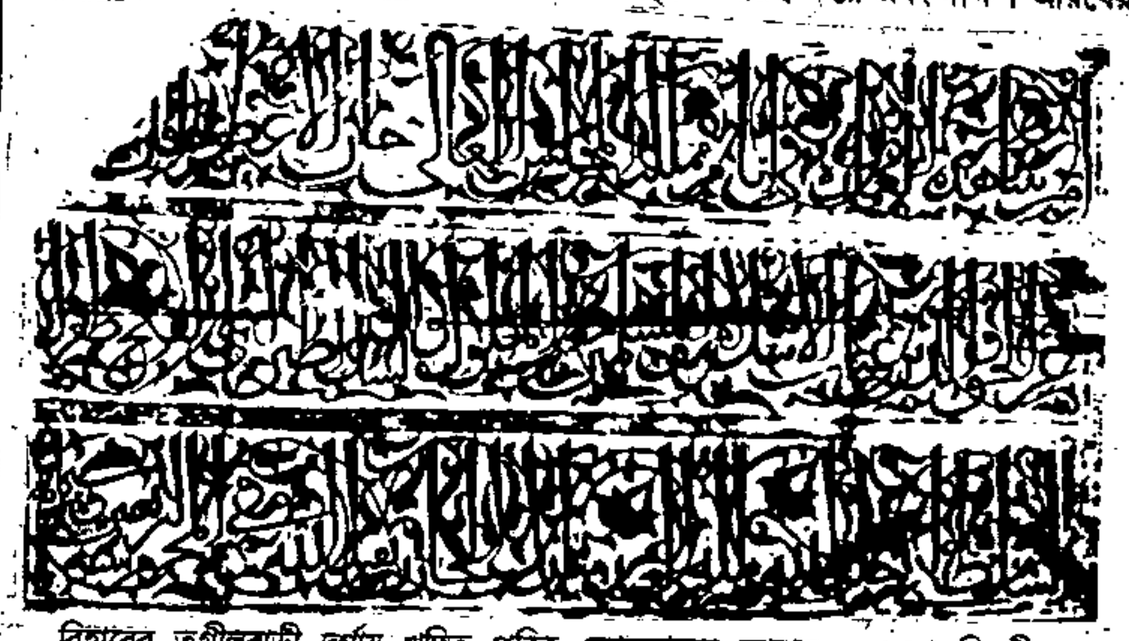

বিহারের তুগ্রীলবাড়ী দর্গায় খুদিত পবিত্র কোরআনের আয়াত— ৬৪০ হিজরী

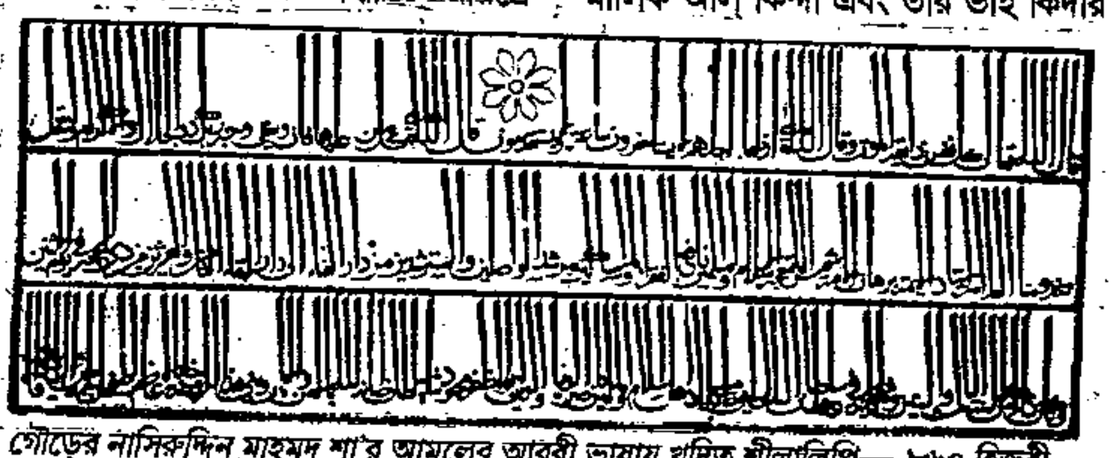

গৌড়ের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শা'র আমলের আরবী ভাষায় খুদিত শীলালিপি— ৮৬০ হিজরী

"আছ্ছত্রুম্মাহীলী আছ্ছুরইয়ানী"। এই ২য় ধারাই আরবী লিপির মূল উৎস। পরবর্তী পর্যায়ে নুবাতী শাখা হতে উদ্ভাবিত হয় নস্খী আকৃতি এবং সূরইয়ানী শাখা হতে উদ্ভাবিত হয় কূফী আকৃতি।

ইসলামের পূর্বে এই আকৃতিগুলো ভিন্ন লোকেরা আমবার থেকে কূফী আকৃতি আয়ত্ব করে। আর এই আকৃতিগুলো সর্ব প্রথম আমদানী করেন দুম্তুল জনদল নামক স্থানের লোক বশর ব. আবদুল মালিক আল্ কিন্দী এবং তার ভাই কিদার ব. আবদুল মালিক। তারা এই লেখন পদ্ধতি শিখে মক্কায় আসে। সেখানে বশর, হারব ব. উমায়্যার মেয়ে বিয়ে করে তাদেরকে নিজেদের লোক হিসেবে ঐ পদ্ধতিগুলো শিখায়। কুরাইশদের একদল লোক এই পদ্ধতি শিখে তারা নিজেদের সমস্ত কাজে ঐ পদ্ধতির অনুসরণ করে।

মুসলিম ঐতিহাসিকদের কারো কারো মতে, আরবী লিপি প্রথম হিরায় উদ্ভাবিত হয় এবং সেখান থেকে মক্কায় ও হিজাজে আগমন করে কিন্তু এমত গ্রহণযোগ্য নয় কারণ (১) হিজাজে যে সমস্ত লেখন এবং নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে এ ধারণার প্রতি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না (২) ইহা সতসিদ্ধ যে, ইসলামের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে হিরার অধিবাসীরা নাসাই ধর্মের অনুসারী ছিল এবং সেখানে সূরয়্যানী সংস্কৃতির জয়জয়কার ছিল। তাদের মধ্যে নবাতী লিপির প্রচলন ছিল খুব কম। এমানবস্থায় এটা ধারণা করা যায় না যে, হিরার অধিবাসীরা তা থেকে আরবী উদ্ভাবন করেছে, বরং হিজাজসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত লেখন ও নিদর্শন থেকে এ তথ্য জানা যায় যে, আরামী লিপি নবাতী লিপির এবং নবাতী লিপি আরামী লিপির আকৃতি ধারণ করেছে।

'আদাবুল কিতাব' গ্রন্থে ক' আব আল-আহবাজ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম মাটি দিয়ে আরবী সূরয়্যানী এবং অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা তৈরী করেন। অতঃপর ঐগুলোকে আগুনে পুড়ায়ে শক্ত করেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় মহাপ্লাবন আরবী ছাড়া বাকী সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর এই আরবী বর্ণমালা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর হাতে কিছুটা সংস্কার সাধিত হয়। অতঃপর তাঁর সন্তানেরা তাঁর থেকে এই বর্ণমালা শিক্ষা লাভ করে ঐতিহাসিক মাসউদীর মতে মদয়নের বনূ মুহসিন গোত্র আবরী লিপি প্রথম ব্যবহার করেন এবং এই গোত্রের যে সমস্ত লোক লিখতে জানতো তাদের নামানুসারেই আরবী বর্ণমালার নামকরণ করা হয়। ডঃ মুঃ শহীদুল্লার মতে, আরবী বর্ণমালা এক মূল সামী বর্ণমালা উদ্ভূত। ইবনে জু'দা বলেন, সর্ব প্রথম আম্বর গোত্রের দুইজন লোক আরবী বর্ণমালা ব্যবহার করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মুহাজেরীনদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, মিন্ আইনা তা'লামু? তারা উত্তরে বললো মিন্ আহপে হীরা। অতঃপর হীরাবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, মিনআইনা তা'লামু? তারা উত্তরে বললো মিন্ আহ্নে আম্বর। তবে আরবী লিপি সম্পর্কে সঠিক মত এই যে, ইহা খোদ হিজাজেই উন্নতি লাভ করে; বাণিজ্যের প্রয়োজনে হেজাজের অধিবাসীরা প্রথমতঃ মাঈনী লিপি গ্রহণ করে। এই লিপি পরবর্তীতে লেহয়্যানী, সামুদী এবং সফুরী লিপিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। নবাতীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর তারা আরামী লিপি গ্রহণ করে এবং তার সংস্কার সাধন করে। তাদের সাম্রাজ্য পতনের পর সমগ্র আরব বিশ্বে তারা ছড়ায়ে পড়ে এবং তাদের সাথে নবাতী লিপিও প্রচলিত হয়। সে সময় হেজাজের লোকেরা মাঈনী লিপি বাদ দিয়ে নবাতী লিপি গ্রহণ করে।

শাহ সুজার আমলের আরবী বর্ণমালা— ১০৫৫ হিজরী